যিনি যোগিগণের হৃদয়ে, জীবাত্মা-স্বরূপের সহিত ভেদসহিষ্ণু অভেদ ভাবাপন্ন পরমাত্মাস্বরূপের আবির্ভাবদাতা। অর্থাৎ যথাযথরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপের যিনি স্ফূর্ত্তি দান করেন, অর্থাৎ বশীভূত করাইয়া দেন। শ্রীধরস্বামীপাদের টীকার অভিপ্রায়ে "আত্মদ" পদের এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। আরও বলিতেছেন—যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকল অঙ্গই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, অথবা প্রাণে উপহার প্রদান করিলে অর্থাৎ পাকস্থলীতে আহার্য্য বস্তু দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তি ঘটিয়া থাকে, তেমনি একমাত্র অচ্যুতনামা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবগণের আরাধনা হইয়া থাকে। আর স্বতন্ত্ররূপে দেবতান্তরের আরাধনার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫২ ॥

টীকা চ—কিঞ্চ নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপিফলানি হরিপ্রীত্যা-ভবন্তি। কেবলতত্তদ্দেবতা বাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদিকা ॥ ৪।৩১ ॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

স্বামীপাদকৃতটীকার ব্যাখ্যাটী এইরূপ বুঝিতে হইবে। অপর নানাকর্ম্ম-কাদিদ্বারা আরাধিত সেই সেই দেবতার সন্তোষ জনিত রাশি রাশি ফলও হরিসন্তোষে আপনি হইয়া থাকে। বিষ্ণুসন্তোষ ভিন্ন কেবল সেই সেই দেবতা আরাধনা দ্বারা কিছু ফললাভ হয় না, এইটিই দুইটী দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—"যথা তরোর্মূল" ইত্যাদি শ্লোকে। চতুর্থ স্কন্ধের ৩১ অঃ চতুর্দ্দশ শ্লোকে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের উক্তি ॥ ৫১-৫২ ॥

শ্রীঋষভদেবকৃতস্বপুত্রশিক্ষণেঽপি—যে বা ময়ীশে ইত্যাদিকং মত্তোঽপ্যনন্তাদিত্যা-দিকঞ্চাগ্রে দর্শনীয়ম্। ব্রাহ্মণরহূগণসম্বাদান্তেঽপীদমস্তি—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্॥ ৫৩ ॥

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজপুত্রগণকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেও—

"যেবাময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চলোকে॥" ৫।৫।৩
"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমুস্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চিনানাং ময়িভক্তিভাজাং॥" ৫।৫।২৫

ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যায় অগ্রে ভগবদ্ ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইবে। ব্রাহ্মণ এবং রহূগণ সম্বাদেও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা